পুঁজিবাজার সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণাপত্র:

পুঁজিবাজার: টেকসই অর্থনৈতিক বিকাশ ও শিল্পায়নের ভিত্তি

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC) সম্প্রতি একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছে-দেশের প্রতিটি জেলার মাসিক সমন্বয় সভায় জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে পুঁজিবাজার নিয়ে আলোচনা করা হবে। এই সিদ্ধান্তের লক্ষ্য হলো স্থানীয় উদ্যোক্তা ও সাধারণ জনগণের মধ্যে বিনিয়োগ সচেতনতা তৈরি, নতুন শিল্পোদ্যোগে মূলধন সরবরাহ করা এবং জনগণের মধ্যে বিনিয়োগ সংস্কৃতি গড়ে তোলা।

১। বিশ্বে পুঁজিবাজার এর ভূমিকা

বিশ্বে পুঁজিবাজার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকা শক্তি। এটি জনগণের সঞ্চয়কে উৎপাদনশীল বিনিয়োগে রূপান্তর করে শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও অবকাঠামো উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। উন্নত দেশগুলোতে পুঁজিবাজার সরকার ও বেসরকারি খাতের দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের প্রধান উৎস। শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিনিয়োগকারীর স্বার্থ রক্ষা করে বাজারে স্বচ্ছতা ও আস্থা নিশ্চিত করে।

২। বাংলাদেশে পুঁজিবাজারের প্রেক্ষাপট

i. অর্থনৈতিক বিকাশে পুঁজিবাজারের গুরুত্ব

পুঁজিবাজার একটি দেশের অর্থনীতির গতিশীলতার প্রতিফলন। এটি সঞ্চয়কে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগে রূপান্তরিত করে মূলধন গঠনে ভূমিকা রাখে, যা নতুন শিল্প, কর্মসংস্থান ও অবকাঠামো উন্নয়নে সরাসরি অবদান রাখে। ব্যাংকিং খাতের পাশাপাশি পুঁজিবাজার একটি বিকল্প অর্থায়নের উৎস হিসেবে জাতীয় অর্থনীতির ভারসাম্য নিশ্চিত করে।

ii. শিল্পায়নে পুঁজিবাজারের অবদান

বাংলাদেশ এখন দ্রুত শিল্পায়নের পথে। তবে অনেক উদ্যোক্তা ব্যাংক ঋণের উপর নির্ভরশীল, যা অনেক সময় সীমাবদ্ধ বা ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। পুঁজিবাজার এই সীমাবদ্ধতা দূর করতে পারে উদ্যোক্তাদের সহজে দীর্ঘমেয়াদি মূলধন সংগ্রহে সহায়তার মাধ্যমে। SME প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে স্থানীয় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী সহজে বাজারে আসতে পারেন। জেলার স্থানীয় শিল্পপতি বা ব্যবসায়ী যদি SME প্ল্যাটফর্মে তালিকাভুক্ত হন, তবে তারা অর্থায়ন এর পাশাপাশি তাদের ব্যবসার স্বচ্ছতা ও ব্র্যান্ড ভ্যালু বাড়াতে সক্ষম হবেন।

iii. স্থানীয় ব্যবসা কীভাবে পুঁজিবাজারে আসতে পারে

স্থানীয় ব্যবসাগুলোর জন্য পুঁজিবাজারে আসা এখন আগের চেয়ে অনেক সহজ। পুঁজিবাজারের SME প্ল্যাটফর্ম স্থানীয় উদ্যোক্তাদের জন্যই তৈরি। জেলা প্রশাসন, জেলার বাণিজ্যিক চেম্বার, ও স্থানীয় ব্যবসা সংগঠনগুলোর মাধ্যমে ব্যবসাগুলোকে তালিকাভুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেওয়া যেতে পারে।

iv. আমদানি নির্ভরতা কমানো ও রপ্তানির দ্বার উন্মোচনে পুঁজিবাজারের ভূমিকা

পুঁজিবাজার শিল্পায়নে অর্থায়ন করে আমদানি নির্ভরতা হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। যেসব পণ্য বা কাঁচামাল আমরা বিদেশ থেকে আমদানি করি, সেসব শিল্পে স্থানীয় বিনিয়োগ বাড়লে দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, যা বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে ভূমিকা রাখবে।

উদাহরণস্বরূপ:

-স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ওষুধ, টেক্সটাইল, সিরামিক বা ভোগ্য পণ্যে বিনিয়োগ উল্লিখিত পণ্যের আমদানি নির্ভরতা হ্রাসে সহায়তা করবে।

-একইভাবে, পুঁজিবাজার থেকে অর্থ সংগ্রহ করে শিল্পগুলো আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনে সক্ষম হবে- যা রপ্তানির নতুন বাজার উন্মোচনে সহায়তা করবে।

রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একদিকে যেমন বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন বাড়বে, তেমনি অন্যদিকে দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্যও আরও দৃঢ় হবে। এইভাবে পুঁজিবাজার আমদানি প্রতিস্থাপন (import substitution) এবং রপ্তানি সম্প্রসারণ (export expansion)-দুই পথেই দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে তোলে।

v. সাধারণ মানুষের পুঁজিবাজারে অংশগ্রহণ

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ মানে দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণ। মানুষ তাদের সঞ্চয়কে উৎপাদনশীল খাতে কাজে লাগিয়ে জাতীয় সম্পদ সৃষ্টিতে অবদান রাখতে পারে। তবে এজন্য দরকার সঠিক জ্ঞান, ধৈর্য্য ও মৌলিক বিশ্লেষণের চর্চা।

৩। পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ শিক্ষা (আর্থিক জ্ঞানের) প্রয়োজনীয়তা

- আয়-ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যক্তিগত বাজেট ও আর্থিক পরিকল্পনা করা যায়
- অতিরিক্ত লাভজনক বিনিয়োগ প্রলোভন থেকে সাবধান থাকা যায়
- বিভিন্ন বিনিয়োগ পণ্য ও খাতের ঝুঁকি সম্পর্কে জানা যায়
- সঞ্চয় থেকে কোন সিকিউরিটিজ বা খাতে কত বিনিয়োগ করলে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া যায়
- পর্যাপ্ত বিচার-বিশ্লেষণ করে বিনিয়োগে সিদ্ধান্ত নেয়া যায়
- গুজবের ভিত্তিতে বিনিয়োগ সম্পর্কে সতর্ক থাকা যায়

৪। বিনিয়োগে সাধারণ ভুলসমূহ

অনেক বিনিয়োগকারী গুজব বা আবেগের বশে বিনিয়োগ করেন-যা প্রায়ই ক্ষতির কারণ হয়। সাধারণ ভুলগুলো হলো:

- গুজব বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভ্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে শেয়ার কেনা-বেচা

➢ স্বল্পমেয়াদি লাভের আশায় সিদ্ধান্ত
➢ পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য না রাখা, মানে একই শেয়ারে অধিক বিনিয়োগ
➢ কোম্পানির আর্থিক অবস্থা ও ব্যবসার প্রকৃতি না বোঝা
➢ মৌলিক বিশ্লেষণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা না জানা।
➢ বিনিয়োগ মানে নিশ্চিত লাভ, এই ধারণা-পোষণ না করা

এই ভুলগুলো এড়ানোর একমাত্র পথ হলো বিনিয়োগ শিক্ষা।

৫। BASM-BICM এর ভূমিকা

বিনিয়োগ শিক্ষা মানুষকে সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে, বাজারে আস্থা তৈরি করে এবং স্থিতিশীলতা বাড়ায়। এ লক্ষ্যে Bangladesh Academy for Securities Markets (BASM) ও Bangladesh Institute of Capital Market (BICM) একযোগে কাজ করছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ জেলা পর্যায়ে বিনিয়োগ শিক্ষা ও সচেতনতা কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এছাড়া স্কুল-কলেজে অর্থনৈতিক শিক্ষার প্রচারের মাধ্যমে সর্বসাধারণের মধ্যে বাজার সম্বন্ধে বাস্তবসম্মত ধারণা উপস্থাপন করছে যা তাদেরকে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখবে।

এছাড়া উচ্চশিক্ষা ও পেশাগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিনিয়োগ পেশাজীবী ও গবেষক তৈরিতে কাজ করছে। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান দুটি পুঁজিবাজার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করছে, যা একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতি গঠনে সহায়ক।

৬। বিনিয়োগ শিক্ষা ও তথ্যের উৎস

জনগণ যাতে সহজে শিখতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে বিএসইসি তৈরি করেছে অনলাইন শিক্ষা প্ল্যাটফর্ম **www.finlitbd.com**।
এই ওয়েবসাইটে বিনিয়োগ সম্পর্কিত ভিডিও, লেকচার, প্রশিক্ষণ সামগ্রী ও প্রশ্নোত্তর পাওয়া যায়। এছাড়া **"Financial Literacy Program Bangladesh" ইউটিউব চ্যানেলেও** সচেতনতামূলক বিভিন্ন ভিডিও কন্টেন্ট রয়েছে।
লিংকঃ https://www.youtube.com/@financialliteracyprogramba6178

ফেসবুক লিংকঃ https://www.facebook.com/share/1Kca915k5Q/

এছাড়াও, বিএসইসি এর উদ্যোগে অনলাইনে প্রাথমিক বিনিয়োগ শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে কমিশন ভবনে সরাসরি এসে বা ইমেইলে (team-fld@sec.gov.bd) নাম, মোবাইল নং, ইমেইল এর তথ্য দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন।

পুঁজিবাজার কেবল রাজধানী কেন্দ্রিক নয়, বরং প্রতিটি জেলার উন্নয়ন ও শিল্পায়নের হাতিয়ার হতে পারে। সচেতন বিনিয়োগকারী এবং উদ্যোক্তাই গড়ে তুলবে বাংলাদেশের শক্তিশালী পুঁজিবাজার।

কাজেই সমন্বয় সভায় উপস্থিত সকল অফিসের কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে নিজে শিক্ষা গ্রহণপূর্বক জনগণকে সচেতন করার জন্য বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC) এর পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো যাচ্ছে।

০৮/১২/২৫
Md. Sohidul Islam
Director
Bangladesh Securities and Exchange Commission